দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা

মুফতি মোঃ ইব্রাহিম

বাংলাদেশের যুবকদের মাঝে হতাশা ও বেকারত্ব দূর করার জন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা একটা বিপ্লব বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষা প্রবর্তন করায় এক শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চপদে থাকা ব্যক্তির গাত্রদাহ আরম্ভ হয়েছে। সব থেকে অবাক লেগেছে দৈনিক 'সংবাদ'-এর মত জাতীয় দৈনিকে এর বিপক্ষে সম্পাদকীয় পর্যন্ত লেখা হয়েছে। এরপর একই পত্রিকায় হুমায়েরা আলীরও লেখা বের হয়েছে। সেখানেও একই গীত গাওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কৃষি শিক্ষার প্রতি অনীহা বুঝা বেশ মুশকিল। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এই দেশের উন্নতির জন্য দরকার কৃষিনির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠা করা। আর তার জন্য যেমন কৃষি বিশেষ দরকার তেমনি কৃষি কর্মীরও দরকার। কৃষির বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা সহজ এবং সরলভাবে শিক্ষা করে তার প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের পায়ে যতটা সহজে দাঁড়ানো যায় অন্য কোন শিক্ষা গ্রহণ তা সম্ভবপর নয় বলেই বিশ্বাস। এটাও ঠিক যে সকল শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরের দরোজা পার হতে পারে না। প্রায় ৩০% থেকে ৩৫% ভাগ ঝরে পড়ে। একইভাবে নিম্নমাধ্যমিক স্তরেও ঝরে যায় এবং মাধ্যমিক স্তর পার হয় প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রসংখ্যার ৫০% ভাগও নয়। এই বিভিন্ন স্তর থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কি? তারা সমাজকে চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে পারছে কি? এই ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা সম্মানের সাথে আর্থিক সচ্ছলতাসহ বেঁচে থাকার সুযোগ পাচ্ছে কি? কেন পারছে না? কারণ এদেশের শিক্ষাক্রমে এদেশের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করা হয়নি। ফলে এই ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। যার কারণে এরা সমাজের তথা পরিবারের বোঝা হয়ে যায়। ক্ষেত্র বিশেষে এখন বৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হয় বা তাদের মনঃপুত নয়। একমাত্র কৃষি শিক্ষাই এদের বাঁচার আলো দেখাতে পারে। নিজে নিজের পায়ে দাঁড়াতে একটা সহজ অবলম্বন পায়। উচ্চ শিক্ষার প্রতি মোহ কমাতেও সাহায্য করতে পারে।

আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কোন কোন এলাকায় প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য কর্মসূচী শিক্ষা হিসেবে কৃষি শিক্ষা চালু করেছেন এবং তাদের যে উদ্দেশ্য কর্মসূচী শিক্ষার্থী তৈরি করা, তা করতে পেরেছেন। এই কচি শিশুরা বাড়িতে উন্নতমানের চাষবাসে সহায়তা করে পরিবারের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে। যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই প্রচেষ্টা সম্ভবপর করে তুলতে পারে, তাহলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা তা আরও সহজে প্রয়োগ করতে পারবে। যারা কৃষি শিক্ষার বিরোধিতা করছেন, তারা মনে করে বসে আছেন যে, নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের কৃষি বিশেষজ্ঞ হিসেবে তৈরি করা হবে। আসলে তা নয়। তারা যদি কৃষি বইগুলো নাড়াচাড়া করে দেখতেন তাহলে বিষয়টি তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত। কৃষি বিজ্ঞানে যে বিষয়গুলো রাখা হয়েছে তা বাংলাদেশের শতকরা ৯০% ভাগ ছেলেমেয়ের মোটামুটি প্রায়োগিক ধারণা বা হাতে কলমে করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও তার ব্যবস্থাপনা করে উৎপাদন অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়া যায় তারই দিক নির্দেশনা রয়েছে এই পুস্তকগুলোতে। পুস্তকগুলোর অন্যতম বিষয়গুলো হলো আধুনিক পদ্ধতিতে শস্য উৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদিপশু পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি। বস্তুতঃ এই শিক্ষাক্রম এমন জটিল কিছু নয়। এই বিষয়গুলো হাতে কলমে করার জন্য কৃষিবিদের দরকার আছে বলে মনে হয় না। বিদ্যালয়গুলোতে জীব বিজ্ঞানের শিক্ষক রয়েছেন। যাদের স্নাতক পর্যায়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান ইত্যাদি রয়েছে তারা যদি একটু আন্তরিক হন তাহলে ঐ বিষয়গুলো পাঠদান করা বা হাতে কলমে করানো এমন কোন কঠিন বিষয় হবে বলে মনে হয় না। প্রয়োজনে এই সমস্ত শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্ব স্ব থানার কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষি কর্মীদের সহায়তায় সময় সময় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের যুব সমাজকে কর্মমুখী করে গড়ে তোলার জন্য কৃষি শিক্ষার বিকল্প আছে বলে প্রতিয়মান হয় না। শিক্ষার কোন একটা স্তর শেষ করার পর যদি শিক্ষার্থী আর অগ্রসর না হতে চায়,তাহলে এইসব যুবক কৃষির ওপর হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণের কারণে সুবিধামত কোন একটা বৃত্তি বা বিষয় বাছাই করে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারবে। এতে করে খুব একটা বড় মাপের পুঁজিরও দরকার হবে না। প্রয়োজনে ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ দিয়ে এই সমস্ত যুবককে সাহায্য করতে পারে। আর সুখের কথা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত প্রকল্পে ঋণ দিয়ে থাকে।

মজার ব্যাপার হল উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার যুবকদের যারা হতাশায় ভুগছে। তাদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আর এই বৃত্তিগুলোর বেশিরভাগই হচ্ছে কৃষি নির্ভর। কেন এই প্রশিক্ষণ? অবশ্যই যাতে তারা স্ব-উপার্জনমূলক পেশা বা বৃত্তি বেছে নিয়ে নিজ নিজ পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে এত পরে কেন? এই যুবকদের সময়, অর্থ, পরিশ্রম ইত্যাদির মূল্য থাকল কোথায়? এর জন্য অপরাধী কি শুধু এই যুবকেরা? না এর জন্য শিক্ষক, শিক্ষাক্রম প্রণেতা, অভিভাবক ও বুদ্ধিজীবীও তাদের অপরাধ এড়াতে পারবেন না। কারণ তারা শিক্ষার্থীদের সঠিক এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করে শিক্ষকতায় উপহার দিতে পারেননি। এদের মধ্যে অনেক শিক্ষক বুদ্ধিজীবী আছেন যারা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট জেনেও না জানার ভান করেন। এরা নতুন কিছু, সেটা ভাল হলেও সহ্য করতে পারেন না। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকতে ভালবাসেন যার তাৎক্ষণিক প্রয়োগ নেই বললেই চলে।

হুমায়েরা আলী এবং তার মত অনেকে বৃটিশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার জের টানেন বা নিকট অতীতের বহুমুখী শিক্ষাক্রমের অসফলতার কথা তুলে ধরেন। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী করে তুলার শিক্ষাক্রমের কথা বলেন না। বরং এমন সব বিষয়ের বোঝা চাপিয়ে দিতে চান মাধ্যমিক পর্যায়ে যার প্রায়োগিক দিক এই পর্যায় শেষে নেই বললেই চলে। এ সমস্ত বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে আরম্ভ করা যেতে পারে। তাহলে এটা পরিষ্কার যে কর্মমুখী, স্বনির্ভর যুবসমাজ গড়ে তুলতে চাইলে অবশ্যই বর্তমান কৃষি শিক্ষাকে সু-স্বাগতম জানানো ছাড়া আর কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না। এর সাথে অন্যান্য কর্মমুখী শিক্ষারও কথা চিন্তা করা যেতে পারে। অনেকেই কারিগরি শিক্ষার কথা বলবেন। কিন্তু একটু চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যাবে যে, কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে, যা কৃষিতে শিক্ষার তুলনায় অনেক অনেকগুণ বেশি। একটি বৈদ্যুতিক মেরামত কোর্স খুলতে গেলে বা কম্পিউটার কোর্স খুলতে গেলে সেখানে যেমনি যন্ত্রপাতি দরকার, তেমনি দরকার ঐ পেশার বা বৃত্তির প্রশিক্ষক। তারপরও কথা থেকে যায়। তাহল এই কারিগরি লাইনে প্রশিক্ষণ নিয়ে কৃষির মত এত ব্যাপক এবং সহজ ও কমবাজেট সমৃদ্ধ ক্ষেত্রের অভাবের সম্মুখীন হতে হবে।

অনেকে প্রশ্ন তোলেন যে শহর এলাকার অনেক বিদ্যালয়ে স্থানের অভাবে এই কৃষি শিক্ষা দেয়া হবে না। এটা আসলে বিরোধিতা করতে হবে তাই বলা। স্বল্প স্থানেও কৃষি বিজ্ঞানের অনেক বিষয় হাতেকলমে অনায়াসে করানো যায়। যেমন হাঁস-মুরগির খামার, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি। অনেকে হয়তো বলবেন যে মাধ্যমিক স্তরের জন্য কৃষি বিজ্ঞান বিষয়টি বেশি সমৃদ্ধ। আপনাদের কথা ঠিক হতেও পারে। কিন্তু এটাও জানেন যে শিক্ষাক্রম স্থায়ী নয় এটা সদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু এটা শুরু করে দেয়া উচিত। পরবর্তীতে শ্রেণী উপযোগী করার জন্য যে কোন পরিবর্তন, পরিমার্জন আনা যেতে পারে। এটা আশা করা অতিরিক্ত কিছু হবে না যে এই কৃষি শিক্ষা যদি চলমান থাকে তাহলে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অচিরেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে। আরও একটা কাজ হবে আর তাহল অযথা উচ্চ শিক্ষার প্রতি মোহ কমবে।

(লেখক ঢাকা টিউটার্স ট্রেনিং কলেজে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের প্রভাষক)